ভোরের কাগজ

FEB. 16 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি অনুদান নেই, বছরে দেড় কোটি টাকা খরচে চলে 'স্বাধীন কার্যক্রম'

সুরক্ষিত জামেয়াতুল মাদ্রাসা : সাবেক কমিশনার বলেন, 'তালেবানদের ঘাঁটি'

সমরেশ বৈদ্য : পটিয়ার বিতর্কিত আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসার সুরক্ষিত প্রাসাদোপম বিশাল কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে কোনো ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তা কেউই জানে না : কোন ধরনের সরকারি অনুদান ছাড়াই মাদ্রাসাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। যার ফলে সরকারি কোনো কর্তৃত্বও নেই এর ওপর। ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাটি বর্তমানে পটিয়াসহ জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মাদ্রাসা— কিন্ডার গার্টেন স্থাপন করে বেশ প্রভাব রাখছে সমাজে।

শুধুমাত্র পটিয়ার মূল কমপ্লেক্সটিই গড়ে উঠেছে ১৪ একর জায়গার ওপর। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, এই মাদ্রাসার অভ্যন্তরে আগ্নেয়াস্ত্র, তলোয়ার চালনা ও কুংফু কারাতেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে কালো কমব্যাট পোশাকধারী বেশকিছু জঙ্গি সদস্য রয়েছে, যারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ১৯৬৬ সালেও জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে স্থানীয় পাঁচজন খুন হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বয়োবৃদ্ধ আবদুর রহমান। তখন দুইজন পুলিশও মারা গিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

তবে অস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের হিংস্র কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এই মাদ্রাসার রেকটর মোঃ হারুন ইসলামাবাদী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পটিয়া বিএনপির বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা অভিযোগ করেছেন, মাদ্রাসার মধ্যে অস্ত্র রয়েছে এবং এর

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সুরক্ষিত জামেয়াতুল মাদ্রাসা

● প্রথম পাতার পর

সদস্যরা অস্ত্রসহ কুংফু-কারাতে সুপ্রশিক্ষিত। বাইরের কোনো ব্যক্তি এমনকি প্রশাসনের কাউকে একান্ত বাধ্য না হলে মাদ্রাসার অভ্যন্তরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গত বৃহস্পতিবার বিডিআর এবং পুলিশ প্রহরা থাকাতে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদেরও প্রবেশ নিষেধ। গত পরশু একটি বহুলপ্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকার এক মহিলা সাংবাদিক অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে ভেতরে যেতে চাইলে মাদ্রাসার গেটে দায়িত্বরত এক ব্যক্তি প্রথমে বাধা দেন। তিনি জানান, মহিলাদের প্রবেশ নিষেধ মাদ্রাসার ভেতরে। পরে বিডিআর ও পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশ্য তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়।

পটিয়ার পৌর এলাকার সাবেক কমিশনার শফিকুর রহমান অভিযোগ করেছেন, মাদ্রাসাটি তালেবানদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। পটিয়া আদালতের পেছনে প্রায়দিন বিকালে মাদ্রাসার ছাত্রদের কুংফু-কারাতে প্রশিক্ষণ নিতে দেখা গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তার প্রশ্ন মাদ্রাসার ছাত্র-কর্মচারীরা যদি সত্যিকার অর্থেই ধর্মপ্রাণ হতো তাহলে তারা গত সোমবার একটি বিরোধপূর্ণ জায়গা দখল করতে গিয়ে নিরীহ মহিলা ও মা-বোনদের ওপর নির্যাতন চালাতো না। দা, কিরিচ নিয়ে হামলা করতো না।

মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত মাদ্রাসার পরিচিতি সম্পর্কিত পুস্তকে বলা হয়েছে, প্রতি বছর তাদের সাধারণ ব্যয় হয় দেড় কোটি টাকা।' চাঁদা তহবিল ও ছদকা তহবিল থেকে দুই ধরনের আয় হয় তাদের। মাদ্রাসার রেকটর বা বর্তমান মুহতামিম মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী জানিয়েছেন, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চাঁদা থেকে তাদের আর্থিক জোগান হয়। তবে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, সৌদি আরব, মিসর, লিবিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকেই মূল সাহায্য আসে তাদের। যেহেতু সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এর ওপর, তাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবেই মাদ্রাসার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

মাদ্রাসার কমপ্লেক্সের মধ্যেই কিন্তু এর সম্পত্তি নির্দিষ্ট নয়। এর বাইরেও আরো ছয়টি শাখা ও তিনটি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে বলে রেকটর জানিয়েছেন। তিনি নিজেদেরকে 'সাচ্চা ইসলামপন্থী' বলেও দাবি করেছেন। মাদ্রাসা কমপ্লেক্সের বাইরেও পটিয়াতেই তাদের রয়েছে কোটি কোটি টাকার মার্কেট, ভবনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। রয়েছে মাসিক পত্রিকা (ম্যাগাজিন) 'মাসিক আজো আততাওহীদ'।

স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, এই মাদ্রাসার যে ঈদগাহ রয়েছে, সেখানে আমির ভাণ্ডার মাজার শরিফ নামে একটি মাজার ছিল। কিন্তু মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে তা দখল করে নিয়েছে। ফলে স্থানীয় সুন্নি মতাবলম্বী মুসলিমদের সঙ্গে এই মাদ্রাসার মতবিরোধ জলে আসছে। স্থানীয় সাধারণ মহিলারাও পর্যন্ত এই মাদ্রাসাটিকে পছন্দ করেন না। পটিয়ার ৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার ও পটিয়ার আইনশৃঙ্খলা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি আবদুল মান্নানের অভিযোগ, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এলাকার প্রচুর জমি অবৈধভাবে দখল করেছে। তাই অত্র এলাকার কোনো জমি ক্রয় করতে হলে এই আইনশৃঙ্খলা কমিটি (৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড)-এর পরামর্শক্রমে এবং বিক্রেতাদের আত্মীয়স্বজনের সম্মতিক্রমে করতে হয়।

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, দেশের কিছু উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন এ ধরনের মাদ্রাসাগুলোকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তবে যেহেতু বিষয়টি ধর্মীয় ছদ্মাবরণে হচ্ছে তাই কোনো রাজনৈতিক দল বা সরকার তা ঘাঁটাতে সাহস পায় না। মাদ্রাসার মধ্যে তালেবানি বা হরকাতুল জেহাদের ধাঁচে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের বিষয়টি অবশ্য অস্বীকার করেছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তি এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসার সব ধরনের কার্যক্রমের ব্যাপারে সঠিক জবাবদিহিতা থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।